Sem : 4 (Hons)
Dept : Bengali

Topic : 'বীরাঙ্গনার' বিষয়বস্তু পৌরানিক তবে কবির জীবনজিজ্ঞাসা আধুনিক'।

Teacher Name : Dr. Biswajit Podder

উনিশ শতকের নবজাগ্রত মানবতাবাদ মধ্যযুগীয় ধর্মনীতির শত সহস্র বন্ধন, আইনের বেড়াজাল ও অনাচারের পশ্চাৎপটে নারীর চাপাকান্নাকে মুক্ত করে দিয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদের প্রেরণায় কবি মধুসূদন নারীমুক্তির প্রসঙ্গকে 'বীরাঙ্গনা'র পত্রে রূপায়ন করেছেন। বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গীকৃত এ কাব্যের বিদ্রোহের ইঙ্গিত 'মেঘনাদবধের' প্রমিলা চরিত্রের সূত্রে। 'ললনা' 'রমনী' 'কামিনী' প্রভৃতি মধ্যযুগীয় নারীবিশেষণকে প্রত্যাখ্যান করে নারীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী বীরাঙ্গনায় রূপান্তরে বীরমনকে স্থায়ী নারীচরিত্র চিত্রন তাঁর অভিপ্রেত নয়। ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, তারা, শকুন্তলা প্রভৃতি নায়িকার হৃদয়ে রোমান্টিক প্রেমের উদ্ভাবন ঘটিয়ে তিনি তাদের আধুনিক নারী মনস্তত্ত্বে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে।

'শকুন্তলা' পৌরানিক চরিত্রে, পৌরানিক কাহিনীর ভাষ্যরূপ গ্রহন না করে প্রেমিকা নারীর আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠাকে রূপদান করে কবি পুরান কাহিনীর কদর্যতা থেকে কাহিনীকে মুক্ত করেছেন। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বাতাবরনে অবরুদ্ধ নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে 'বীরাঙ্গনার' এগারটি পত্রে বেদনায় চিত্রন করে তুলেছেন। আশ্রমপালিতা শকুন্তলার পক্ষে ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের স্বভাব না জানাই স্বাভাবিক। দুষ্মন্তকে চিরবিশ্বাসের মধ্য তার মধ্যে আত্মনিবেদনের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনুযোগের তীক্ষ্ন ইঙ্গিত মধ্যযুগীয় নারী মুক্তিআন্দোলনের উগ্রতা নয়। তা সত্ত্বেও শকুন্তলা বলেছেন -

'জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে?'

উক্তিটি মহাভারতের শকুন্তলার নয়, মধুসূদনের সৃষ্ট নারীমনস্তত্ত্বের আধুনিকতার উচ্ছ্বাস।

ধর্মনির্ভর বিবাহের পর শকুন্তলা স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছেন কিন্তু তারা শাস্ত্রের নির্দেশ বন্ধনে হৃদয়ের আকুলতাও আকাঙ্ক্ষাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারলেননা। দেবগুরু বৃহস্পতি যতবড় শাস্ত্রবিদই হোননাকেন সেই শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা নারীর প্রেম ও চরিত্র চরিতার্থ হতে পারেনা। আচার্যের শান্ত নির্বিঘ্ন হোম-বহ্নি তারার বুভুক্ষু অন্তরে শূন্যতার হাহাকার করে ফিরেছে। যে পূর্ন হৃদয় দিয়ে সে প্রেম ও ভালবাসাকে বাস্তব করতে পারত নিজেই সে আশালতার মূলচ্ছেদ করে দিয়েছেন। মনোহর কান্তি চন্দ্রের দর্শনে তারার চিত্তজগতে অশান্ত তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়েছে।

'যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরান মম
উল্লাসে, - ....।'

তারার নবপ্রেম সমাজনীতি ও ধর্মবহির্ভূত হয়েই রূপসৌন্দর্যের পথে উদ্ভাসিত যা এতদিন অনাঘ্রাত, অনাঘ্রাত ছিল। নীতি ও ধর্মের কাছে বাধাপ্রাপ্ত তারার প্রেম তাকে মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে -

'হায়রে, কিপাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে' জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল?

Scanned by CamScanner

জীবনপ্রেমে কেবল অস্থত নয় যারলেও উত্থিত না হয়ে পারেনা যা প্রেমের জ্বালা। শেষ বিদায়ের দিনে তারা তাই নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে আত্মপ্রকাশে অন্তর-জীবনকে ব্যক্ত করে ফেলেছেন। 'সমাজ ব্যক্তির দ্বন্দ্বে' দোলায়িত আধুনিক মননই তাঁর চরিত্রের প্রধান স্বরূপ। পরবর্তীতে তারাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'শৈবলিনী' 'রোহিনী' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিনোদিনীতে' রূপান্তরিত হয়েছেন। সুতারাং তারাই আধুনিক নারী চরিত্রের অগ্রদূত।

মধুসূদনের নবরূপ চিত্রায়ন ও অসাধারনত্বের দাবী কেকয়ী পত্রটি। অনেকে পত্রটিকে অনুযোগের স্মারক হিসাবে চিহ্নিত করলেও জীবন যৌবনে সৌন্দর্য চ্যুত নারী হৃদয় দশরথকে কাছে টানার গভীর অসমর্থ বলেই যে বিগত যৌবনের বেদনার প্রকাশ ঘটে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত-বাহক কেকয়ী বলেছেন-

'নম্রশির এবে
উচ্চকুচ। সুধাহীন অধর। লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন ভান্ডারে
আছিল রতন যত;

সন্তানকে রাজা ও সতীনসন্তান রামকে বনবাসে পাঠানোর চাইতে মিথ্যাবাদী স্বামীকে কঠিন অভিশাপে সংযত করাতেই তাঁর আগ্রহ-

'পরম অধর্মচারী রঘুকুল পতি'।

এই কেকয়ী বাল্মিকীর কেকয়ী নন, মধুসূদন কর্তৃক চিত্রিতা ঊনবিংশ শতকের নারী মুক্তি চেতনার প্রতীক।

জনাপত্রে নীলধ্বজ ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করে পুত্রহন্তা পার্থকে রাজ-গৃহে আমন্ত্রন করলে বিক্ষুব্ধা জনা স্বামীকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে অনুরোধ করেন। নীলধ্বজের প্রতি অভিমানে শেষে সে গৃহছাড়া হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্যই তীব্র অভিমানের প্রকাশ-

'নরেশ্বর, কোথা জনা' বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা'? বলি'

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের অন্যান্য নারীচরিত্রেও আধুনিক নারীমনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত নারীমুক্তিআন্দোলনকে অবাধ গতিপ্রবাহ দান করেছেন তিনি। মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধতা থেকে নারীমনের মুক্তি ঘটিয়ে তিনি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে আধুনিক নারীচরিত্র চিত্রনের উপযোগিতা দান করেছেন। সুতারাং পৌরানিক বিষয়বস্তুর অবতারণা, যাতেও তিনি আধুনিক নারী মনস্তত্ত্বের আদর্শ প্রকাশক।

②

ঃসমাপ্তঃ—

Biswajit Podder.
AMMT College
Nadia